PRINT

সমকাল

সাক্ষাৎকার: ড. চৌধুরী মোফিজুর রহমান

বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতে ইউআইইউ বদ্ধপরিকর

১৭ ঘণ্টা আগে

কামরান সিদ্দিকী

বিশ্বমানের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোফিজুর রহমান। ভালো শিক্ষক, উন্নত অবকাঠামো, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণায় গুরুত্বারোপের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অভিযাত্রার সহযাত্রী তারা। ভবিষ্যতের যোগ্য গ্র্যাজুয়েট গড়তে কাজ করছেন তারা।

সম্প্রতি রাজধানীর বাড্ডার নতুন বাজার সংলগ্ন মাদানী এভিনিউতে ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিজ কার্যালয়ে

সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মোফিজুর রহমান এসব কথা বলেন। ২৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে। এরই মধ্যে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী এখান থেকে পাস করে সাফল্য দেখাচ্ছেন কর্মজীবনে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানার্জনের বৃহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের প্রথম সারির এই বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত হয়েছে ভেরি লার্জ স্কেল ইনটিগ্রেশন ল্যাব, অ্যাডভান্সড ইনটেলিজেন্ট মাল্টিডিসিপ্লিনারি সিস্টেমস (এইমস) ল্যাব ও সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ। আরও রয়েছে সার্কিট ল্যাব, ফিজিক্যাল ল্যাব, কেমিস্ট্রি ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, মেশিন অ্যান্ড পাওয়ার সিস্টেম ল্যাব, কমিউনিকেশন ল্যাব, ডিজিটাল ডিজাইন ল্যাব, মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাব ও ইলেকট্রনিকস ল্যাবসহ ৩০টি কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ল্যাব।

গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপের কারণ সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টি। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এর কারণ জাতিসংঘের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষায় বিনিয়োগে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ১ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। আবার বিনিয়োগে বেশিরভাগ চলে যাচ্ছে বেতন-ভাতায়। তাই শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আগ্রহী করার জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষিত করা জরুরি।

দেশের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া দরকার মন্তব্য করে বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইউআইইউ শিক্ষক নিয়োগে গুণগত মান, স্বচ্ছতা ও ইউজিসির শর্ত বজায় রাখে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একাধিক ধাপে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এখানে বোর্ড অব ট্রাস্টির হস্তক্ষেপ নেই। এটা একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এ জন্য রয়েছে ১৫টি ক্লাব। ছাত্রছাত্রীরা এসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখে। ওইসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদের মতো অসামাজিক ও চরমপন্থি তৎপরতা থেকে তারা বিরত থাকতে পারবে।

সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে জানিয়ে অধ্যাপক মোফিজুর রহমান বলেন, দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিতরাই দুর্নীতি-অনিয়মে যুক্ত। খুন-ধর্ষণের মতো সামাজিক অপরাধ বেড়েছে। এমন বাস্তবতায় ছোটবেলা থেকে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিকল্প নেই। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সর্বোত্তম সময়। নৈতিক ভিত্তি তৈরিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খুব বেশি কিছু করার থাকে না।

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে জানিয়ে উপাচার্য মোফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না পায়, সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ভর্তুকি দিতে চাইবে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন গুণগত মানের ওপর জোর দেওয়া সম্ভব হয় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়তে পারে- এমন ধারণা থাকলেও ইউআইইউ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ২৫ শতাংশ এবং গোল্ডেন ৫ প্রাপ্তদের জন্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় সুবিধা। প্রতি সেমিস্টারের ফলের ওপর ভিত্তি করে ২০ ভাগ শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৪ শতাংশ শতভাগ, ৬ শতাংশ ৫০ ভাগ, আর

বাকি ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী পায় ২৫ ভাগ বৃত্তি। ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বৃত্তি পায়।

ইউআইইউ সম্প্রতি 'দি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর বিজনেস স্কুল অ্যান্ড প্রোগ্রামস' (এসিবিএসপি) সনদ পেয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এটি একটি বিরাট অর্জন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এসিবিএসপি বিজনেস স্কুলের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলকে ছয়টি প্যারামিটারে তথা ফ্যাকাল্টি, চাকরির সুযোগ, ফিডব্যাক, গবেষণা, একাডেমিক ও কর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগের বিষয় মূল্যায়ন করে সনদ দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। এই সনদের ফলে বিজনেস স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিদেশে এসিবিএসপি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবে। এ ছাড়াও বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার পাবে। বাংলাদেশে বেসরকারি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এই সনদ পেয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র ইউআইইউ বিনাশর্তে ১০ বছরের জন্য এই সনদ পেয়েছে। এদিকে কিউএস র‍্যাংকিং এশিয়া-২০১৯ তালিকায় ইউআইইউ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। তিনি বলেন, এশিয়ায় এর অবস্থান ৩০১-৩৫০ এর মধ্যে। এতে বাংলাদেশ থেকে ১২৭তম অবস্থান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষে এবং ১৭৫তম স্থান নিয়ে বুয়েট দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দেশে গুণগত শিক্ষার প্রসারে গণমাধ্যমের গঠনমূলক ভূমিকা প্রত্যাশা করেন তিনি।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com